দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 10 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

প্রসঙ্গ ঃ ভারতেশ্বরী হোমস

৩০-৮-৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে ভারতেশ্বরী হোমসের দুইটি মেয়ের আত্মহত্যার খবর পড়িয়া আমি এই চিঠি লিখিতে মনস্থ করি। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের অপূর্ব ডিসপ্লে দেখিয়া মুগ্ধ হই, হাততালি দেই। কিন্তু হোমসের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অধিকাংশ লোকেরই জানা নাই। কিন্তু তাহা প্রত্যেকের জানা উচিত বলিয়া আমি মনে করি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমার বোনকে ভর্তি করিবার সুবাদে যেটুকু জানার সুযোগ হইয়াছে তাহা একে একে তুলিয়া ধরিতেছি।

ভারতেশ্বরী হোমসে ভর্তি হইবার জন্য একটি মেয়েকে লিখিত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। লিখিত পরীক্ষার দিন হোমসের অধ্যক্ষা অভিভাবকদের উদ্দেশে অত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেন। এবং তিনি অভিভাবকদের নানা প্রশ্নের জবাব দিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে শোনা যায়, হোমসের খাবার-দাবার অত্যন্ত উন্নতমানের। ছাত্রীদের যে খাবার দেওয়া হয়, সেই একই খাবার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ খাইয়া থাকেন। মেয়েদের পিঠা-পায়েস পর্যন্ত খাওয়ানো হয়। যে ফি নেওয়া হয়, তাহা শুধু খাবারের খরচের জন্যই নেওয়া হয়। মেয়েদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করিতে হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। এখানে ছাত্রীদের যে খাবার দেওয়া হয়, তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ছাত্রীদের দিয়াই বিশেষভাবে আলাদা খাবার রান্না করানো হয়। ছাত্রীদেরকে সকালের নাস্তা দেওয়া হয় ক্ষুদ্রাকৃতির একটি আটার রুটি বা এক স্লাইস পাউরুটি, সাথে থাকে সামান্য আলু ভাজি বা হালুয়া। বেশীরভাগ সময়ে গন্ধ হইয়া যাওয়া শুকনো পাউরুটি বিকালের টিফিন হিসাবে দেওয়া হয়। দুপুরে ও রাতে দেওয়া হয় মোটা চালের ভাত। অনেক মেয়েই তাহা খাইতে পারে না। অনেক সময় রাতের বাঁচিয়া যাওয়া ভাতের সহিত ডাল-মশলা মিশাইয়া খিচুড়ি রান্না করিয়া সকালের নাস্তা হিসাবে পরিবেশন করা হয়। এই কারণে প্রতি মাসের অভিভাবক সাক্ষাৎ দিবসে বড় বড় ব্যাগ ভর্তি করিয়া খাবার সামগ্রী অভিভাবকগণ নিয়া আসেন মেয়েদের জন্য। মেয়েদেরকে এখানে নিজেদের কাজ ছাড়াও রুম, বারান্দা, সিঁড়ি ইত্যাদি ঝাড়ু দেওয়া, মোছা, বাথরুম পরিষ্কার, রান্না প্রভৃতি কাজ করিতে হয়। এক কথায়, হোমসের যাবতীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রান্না-বান্নার কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে ছাত্রীরাই। মেয়েদের দিয়া হলুদ-মরিচ পেষা হইতে শুরু করিয়া নর্দমা পরিষ্কার করার মতো কাজও করানো হয়। শুক্রবার ছুটি থাকিলেও এসব ডিউটি পালন করিতে হয়। ফাইভ/সিক্সে যেসব মেয়ে পড়ে, অর্থাৎ যাহাদের বয়স ১০-১১,তাহারাও এই কাজ করে। কোন কাজে ত্রুটি হইলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এখানকার লেখাপড়ার ফলাফলকে কোনক্রমেই সন্তোষজনক বলা যাইবে না। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানে ফেলের হারই বেশী। এসএসসি পরীক্ষা '৯৯-তে ৭০ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৩২ জন পাস করিয়াছে। এ বৎসর প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় একজনও বৃত্তি পায় নাই। এ রকম ফলাফল হওয়ার কারণ-পড়াশোনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া এবং অধিক পরিশ্রমের কাজ করা। মেয়েদেরকে লেখাপড়ার চাইতে অন্য কাজ করিবার পেছনে অনেক বেশী সময় ব্যয় করিতে হয়। সকাল পাঁচটায় ঘুম হইতে উঠিয়া রাত এগারোটায় ঘুমাইতে যাইবার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একটি মেয়ে স্কুলের বাহিরে মাত্র তিন ঘন্টা (রাত্রি বেলা) পড়ার সময় পায়। গোসল ও খাওয়া বাদে বাকি সময় বিভিন্ন কাজ ও ড্রিলে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির কারণে মেয়েরা যেটুকু পড়ার সময় পায়, তাহাও সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। উল্লেখ্য যে, এখানকার পাঠদান পদ্ধতি বাহিরের সাধারণ স্কুলের মতোই। নিজেদের পড়া নিজেকেই তৈরী করিতে হয়। আবাসিক হিসাবে কোন বিশেষ ক্লাস বা কোচিং করানো হয় না। লেখাপড়া করার জন্যও কোন চাপও দেওয়া হয় না। স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করিলেও কোন মেয়েকে কিছু বলা হয় না। অথচ অন্য কাজ বা ড্রিল যথাযথভাবে করিতে না পারিলে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষার সময় সকাল-বিকাল দুইটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার দিনও মেয়েদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করিতে হয়। যেন মেয়েদের দিয়া কাজ করানোই মুখ্য। আর পড়াশোনা গৌন ব্যাপার। 'স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার নামে এখানে মেয়েদের ঝি-চাকরানীর মতো খাটানো হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত কাজ করিবার জন্য বাড়তি কোন লোক নাই। হোমস কর্তৃপক্ষ অর্থ সাশ্রয়ের জন্য কী উত্তম ব্যবস্থাই না করিয়াছেন! এ ব্যাপারে কোন অভিভাবক কথা উঠাইলে তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হয় মেয়েকে নিয়া চলিয়া যাইতে। অনেক শিক্ষকও মেয়েদের দিয়া এতো কাজ করানোর বিরোধী। কিন্তু চাকুরী হারানোর ভয়ে কেহ এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলেন না। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভারতেশ্বরী হোমস্‌কে সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যালয় বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও এখানে অনাবাসিক অনেক ছাত্রী পড়ে। ক্লাসের শীর্ষস্থান অধিকারী এবং এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় পাসকৃত ছাত্রীদের অধিকাংশই অনাবাসিক। অনাবাসিক ছাত্রীদের ডিউটি ড্রিল, ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করিতে হয় না। কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত কৌশল খাটাইয়াছেন। বৎসরে একবার দেড় মাসের জন্য হোমস্‌ বন্ধ থাকার কথা বলা হইলেও প্রতি পরীক্ষার পূর্বে এক মাসের মতো বন্ধ দেওয়া হয়। ছুটির সময় অভিভাবকদের বলিয়া দেওয়া হয়, বাসায় যেন টিচার রাখিয়া পরীক্ষার সিলেবাস সম্পন্ন করা হয়।

ভারতেশ্বরী হোমস্‌ মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইলেও প্রতি শ্রেণীতেই বেশ কয়েকজন করিয়া অনাবাসিক ছাত্র রহিয়াছে। ইহার কারণ বোধগম্য নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডিসপ্লে প্রদর্শনের জন্য ছাত্রীরা কঠোর পরিশ্রম করে। আর হোমস্‌ কর্তৃপক্ষ এজন্য বাহবা কুড়াইতেছেন অথচ মেয়েদের পড়ালেখার ব্যাপারে যত্নশীল হইতেছেন না। অভিভাবকেরা অনেক আশা নিয়া বিপুল টাকা খরচ করিয়া মেয়েদের এখানে ভর্তি করান। অথচ মেয়েরা অভিভাবকদের ন্যূনতম প্রত্যাশাও পূরণ করিতে পারে না। পান্না নামের যে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছে, সে চিঠিতে তাহার বাবা ও ভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে না পারার কথা লিখিয়াছে। পূর্বেও এখানে বেশ কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে। এখানকার অনিয়মই পরোক্ষভাবে এসব মেয়েকে আত্মহননের পথ বাছিয়া নিতে বাধ্য করিয়াছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার পর বাড়তি কাজের চাপে মেধা বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানে অনেক আশা নিয়া আমার বোনকে ভর্তি করাইয়াছিলাম। কিন্তু উল্লিখিত অনিয়মের কারণে নিয়া আসিয়াছি। আমার মত অনেক অভিভাবক একই কারণে মেয়েকে ভর্তি করাইবার পর ফিরাইয়া নিয়া আসিয়াছেন। ভর্তি করাইবার পর কাহাকেও নিয়া আসিতে চাহিলে পুরা বৎসরের ফি পরিশোধ করিতে হয়। আমাদের মতো আর কোন অভিভাবকের আশা যাহাতে ভঙ্গ না হয়, সেজন্য উল্লিখিত অনিয়মগুলি দূর করিয়া অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রকিব আহমেদ,
২৪৪/১, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী,
ঢাকা-১২০৪।